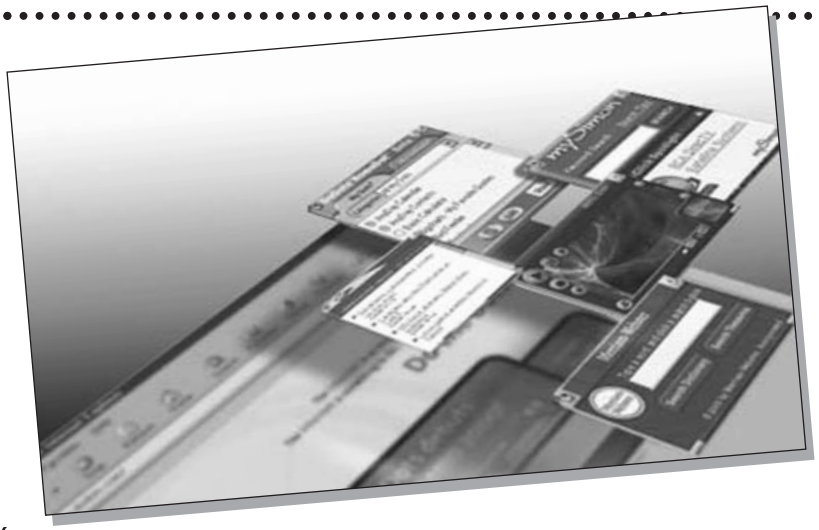

ওয়েবসাইটের বেসিক

ইন্টারনেটনির্ভর এই যুগে ওয়েবসাইটের গুরুত্ব অপরিসীম। ইন্টারনেট এমন একটি টেকনোলজি, যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে সেকেন্ডে যেকোনো বিষয় সম্বন্ধে যেকোনো সময় যেকোনো তথ্য জানতে পারেন। আর যেকোনো তথ্য ধারণ করে যা তা হলো ওয়েবসাইট। এক কথায় ওয়েবসাইটকে ইন্টারনেটের প্রাণশক্তিও বলা যায়। যদিও কিছুদিন আগে আইটি ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হইচই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে তা মনে হয় একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারণ ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টকে খুব সহজ একটি কাজ ভেবে তাদের পদচারণা শুরু করে এবং কিছু অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে মানুষের সামনে কিছু দৃষ্টিকটু ওয়েবসাইট তুলে ধরে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করার পরিবর্তে ব্যর্থতার অতল গভীরে হারিয়ে যায়। যে কারো মনে রাখা উচিত হবে যে, একটি সফল ও সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরির জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়াও যা প্রয়োজন তা হলো, নিজস্ব ডিজাইন সেন্স এবং ক্রিয়েটিভিটি। নিজস্ব ডিজাইন সেন্স এবং ক্রিয়েটিভিটি না থাকলে এ কাজে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। তাই পাঠক আপনারা যারা দক্ষ এবং সফল একটি ওয়েবসাইট (হতে পারে তা ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবসায়িক বিভিন্ন ধরনের) তৈরি করতে চাচ্ছেন অথবা যারা প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডেভেলপার হতে চাচ্ছেন তাদের কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন। পাঠক বন্ধুরা, আসুন জেনে নেই একটি সফল এবং নিখুঁত ওয়েবসাইট তৈরির জন্য আমরা কি কি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখব।

* ওয়েবসাইট সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বাড়ান। এর জন্য যা করবেন তা হলো, নিয়মিত বিভিন্ন নামকরা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করুন অর্থাৎ ভিজিট করুন। দক্ষ ডেভেলপারগণ কি ধরনের টেকনিক ব্যবহার করেছেন ওয়েবসাইট তৈরিতে এবং কোন ধরনের এলিমেন্টসমূহ এড়িয়ে গেছেন তা লক্ষ্য করুন।

* গ্রাফিক্স অর্থাৎ ইমেজ এবং ইলাস্ট্রেশন যেকোনো ওয়েবসাইটের একটি অপরিহার্য উপকরণ। শুধু টেক্সটনির্ভর একটি ওয়েবসাইট কোনো ভিজিটরকে খুব বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। আবার অতিরিক্ত ইমেজ ব্যবহারও ভিজিটরের কাছে খুব বেশি সুখকর নয়। কারণ অতিরিক্ত ইমেজ ব্যবহারের ফলে আপনার ওয়েব পেইজ লোড হতে বেশি সময় প্রয়োজন হবে, যা একজন ভিজিটরের বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে এবং এর দরুন সে অন্য সাইটে চলে যেতে উৎসাহিত হবে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইমেজ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। আর ওয়েবসাইটে ইমেজ ব্যবহারের আগে প্রয়োজন মতো অপটিমাইজ করে নিন বিভিন্ন ইমেজ অপটিমাইজার সফটওয়্যার ব্যবহার করে।

কালার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখুন। কালারের ব্যবহার ওয়েব পেইজ ডেভেলপমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি ওয়েব পেইজে যত বেশি কালার ব্যবহার করবেন, ওয়েব পেইজটি ততো কিম্ভূত আকার ধারণ করবে। তাই একই ধরনের কালারের বিভিন্ন কম্বিনেশন ব্যবহার করার চেষ্টা করুন, যা একটি ভালো ওয়েবসাইটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ফন্ট অর্থাৎ টেক্স কালারের দিকে যথেষ্ট খেয়াল দিন, পড়তে অসুবিধা হয় এমন কোনো কালার কম্বিনেশন কখনই ব্যবহার করবেন না।

* সব সময় কমন ফন্ট ব্যবহার করুন। কারণ, আনকমন একটি ফন্ট দিয়ে আপনি যে ওয়েবসাইটটি সুন্দর করে তৈরি করেছেন, অন্যের কম্পিউটারে ফন্টটি না থাকলে সেই সুন্দর ওয়েবসাইটটি দৃষ্টিকটু হয়ে যেতে পারে। আর যদি ফন্ট ব্যবহার করতেই হয়,

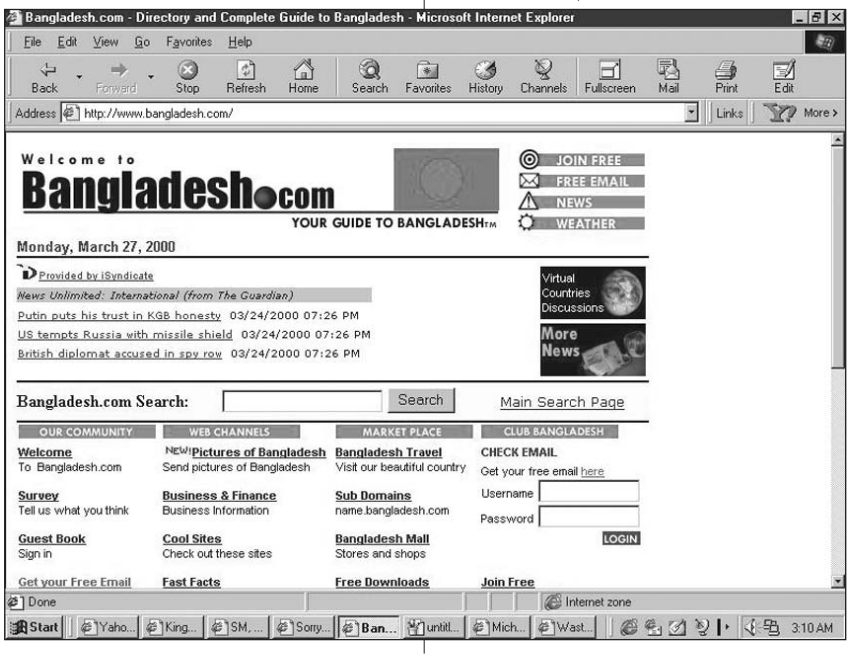

তাহলে সেই ফন্টটি আপনার পেইজের প্রায় শুরুর দিকেই ডাউনলোড করার অপশন দিয়ে দিন, যেন ভিজিটর ফন্টটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে পারে। তবে এর ফলে আপনি প্রায় ৫০% ভিজিটর হারাবেন। কারণ ফন্টটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করা একজন ভিজিটরের জন্য যথেষ্ট বিরক্তিকর। সবচেয়ে ভালো হয় অপশন হিসেবে আপনার পেইজে দুই-তিনটি ফন্টের নাম HTML বোডিংয়ের সময় যুক্ত করে দিন, যেগুলোর মধ্যে অন্তত একটি হবে কমন ফন্ট (যেমন : Arial, Times New Roman, Tahoma) অন্য ফন্টগুলো না পেলে এই ফন্টটি ব্যবহার হবে।

খুব বেশি ফ্রেম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো ফ্রেম ব্যবহার না করলে। আর যদি করতেই হয় তাহলে সর্বোচ্চ তিনটি ফ্রেম ব্যবহার করবেন। এর অতিরিক্ত ফ্রেম ব্যবহার করলে পেইজে স্ক্রলবার ছাড়া অন্য কিছুই একজন ভিজিটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অন্যদিকে, কোনো ফ্রেমের মধ্যে নতুন কোনো ওয়েব পেইজ কল করার সময় লক্ষ্য রাখুন তা যেন ফ্রেমযুক্ত হয়। ধরুন আপনার পেইজে তিনটি ফ্রেম আছে, আবার নতুন যে পেইজটি করলেন সেটিতেও তিনটি ফ্রেম আছে- ফলাফল কি হবে একবার ভেবে দেখুন। তাই নতুন পেইজ করলে করার সময় টার্গেট হিসেবে new window ব্যবহার করুন।

* বিভিন্ন ব্রাউজার ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইটটি পরীক্ষা করুন। আপনার পেইজে যদি জাভা স্ক্রিপ্ট, জাভা অ্যাপলেট, ডিএইচটিএমএল ব্যবহার করা হয় তাহলে বিভিন্ন ব্রাউজারে পেইজটি পরীক্ষা করে দেখুন। কারণ কিছু স্ক্রিপ্ট কোনো ব্রাউজারে নিখুঁতভাবে চললেও আরেক ব্রাউজারে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে পারে validator প্রোগ্রাম।

* সাইটে শকওয়েভ ফ্ল্যাশ, জাভা অ্যাপলেট ইত্যাদি ব্যবহারের দিক থেকে কৃপণ হোন। অনেক ব্রাউজারেই এসব শো করার মতো প্লাগইন ইনস্টল করা থাকে না, ফলে তার শূন্য স্ক্রিন ছাড়া আর কিছু শো করে না। কাজেই অতি জরুরি না হলে এগুলো ব্যবহার না করাই ভালো।

* আপনার ওয়েবসাইটের প্রতিটি লিংক চেক করে দেখুন। লক্ষ্য রাখুন, প্রতিটি পেইজে অন্যান্য পেইজে যাবার জন্য লিঙ্ক দেয়া হয়েছে কি না, লিংকগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কি না। আপনার ওয়েব পেইজ যদি অনেক বড় হয় তাহলে তাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে টার্গেট লিঙ্ক ব্যবহার করুন।

* ওয়েব পেইজ ডেভেলপ করার সময় ব্যবহৃত মনিটর এবং স্ক্রিন রেজুলেশনের দিকে খেয়াল রাখুন। কারণ আপনি একটি মনিটরে ১০২৪৭৬৮ রেজ্যুলেশনে পেইজটি তৈরি করবেন, সেই একই পেইজ ৬৪০৪৮০ রেজ্যুলেশনে অন্যরকম দেখাবে। আবার উল্টোটিও ঘটতে পারে। তাই বিভিন্ন রেজ্যুলেশনে আপনার পেইজগুলো পরীক্ষা করে দেখুন।

* ইংরেজি বানান এবং গ্রামারের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আপনার ওয়েবসাইটটি বানানো শেষ হবার পর প্রতিটি পেইজ স্পেল চেকার, গ্রামার চেকার এবং নিজে পড়ে দেখুন।

* আপনার ওয়েসবসাইটটি বন্ধুদের ভিজিট করতে বলুন এবং তাদের কোনো সাজেশন থাকলে তা শুনুন এবং কমন সাজেশন গ্রহণ করুন। আপনার নজর এড়িয়ে যাওয়া অনেক সমস্যা ধরা পড়তে পারে শুভাকাঙ্ক্ষীদের চোখে, যা পরবর্তীতে শুধরে নিতে ভুলবেন না।

* প্রতিটি পেইজের জন্য একটি করে অর্থপূর্ণ টাইটেল দিতে চেষ্ট করুন। কারণ, কোনো পেইজের টাইটেল এবং কনটেন্ট আলাদা হলে ব্যাপারটা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগতে পারে।

* আপনার সাইটিটি যত বেশি তথ্যবহুল করবেন, সাইটিটি তত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

* বর্তমানে ভালো একটি সাইটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কাউন্টার ব্যবহার করা। কাউন্টার আপনার সাইটের ভিজিটর গণনা করে। ফলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন আপনার সাইটটি কতটা জনপ্রিয় ভিজিটরদের কাছে।

আনোয়ার আসাদ

গেইম রিভিউ

গ্রাউন্ড কন্ট্রোল ২ : নিজেই যখন রক্ষক

গ্রাউন্ড কন্ট্রোল এর যাত্রা শুরু হয় এখন থেকে প্রায় ৪ বছর আগে। তখন এই রিয়েল টাইম স্ট্রাটেজি গেমটি তেমন একটা সাড়া ফেলতে পারেনি গেমারদের মনে। তবে সাড়া ফেলেছিল এর ৩ডি ইঞ্জিনটি। এটি এতটা শক্তিশালী এবং স্বাচ্ছন্দময় ছিল যে বিশাল সাইজের সব ম্যাপ আর জুম ইন/জুম আউট খুব সুখভাবেই সাপোর্ট করতো। সম্প্রতি রিলিজ হয়েছে গেমটির দ্বিতীয় ভার্সন গ্রাউন্ড কন্ট্রোল ২ : অপারেশন এক্সঅ্যাডাস।

গেমটিতে আপনাকে নর্দান স্টার এলিয়েন্স এর ক্যাপ্টেন জেকব এঞ্জেলাস এর ভুমিকায় অবতীর্ন হতে হবে। আর পর্যায়ক্রমে আপনি নেতৃত্ব দিবেন এনএসএ ফোর্স এবং ভেরন ফোর্সদের। গেমটিতে মোট ১২ টি মিশন ক্যাম্পেইন রয়েছে।

গেমটির মুল মজা এর এনভায়ারমেন্ট আর রিয়েল স্ট্রিক সাউন্ডে। বিশাল সাইজের সব ম্যাপ দেখে ঘাবড়ানোর কিছু এগুলো খুবই স্বাচ্ছন্দের সাথে চলবে আপনার পিসিতে। একইসাথে মুহুর্তের মধ্যে আপনি ম্যাপের যেকোন অংশকে দেখতে পারবেন পরিষ্কারভাবে। ওয়াটার সিমারদের পরিচিত রুপ আর সানলাইট ইফেক্টগুলো চোখ ধাধিয়ে দেবে গেমারদের। আর গেমের সাউন্ড ইফেক্টগুলো বেশ চমৎকার। যখন আপনি মিশাইল ছুড়বেন তা আপনাকে ইরাকের কথাই মনে করিয়ে দেবে। আরও মজার হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় কি হচ্ছে আপনাকে তা মুহুর্তের মধ্যে জানানো হবে। ফলে গেম স্ট্রাটেজি নির্ধারন করা সহজ হবে আপনার জন্য।

গেমটিতে রয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধযানের সমারোহ। তবে শত্রুর আক্রমনে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আপনার প্রিয় ড্রপশিপ। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আপনি চাইলেই আরেকটি ড্রপশিপ হাজির হবে। তবে গেম প্লের ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক চতুর হতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের যুদ্ধযান হাইজ্যাকের প্রয়োজন পরতে পারে আপনার। আর সেই যানে করেই ঢুকে পড়তে হবে শত্রু শিবিরে। আসলে রিয়েল টাইম স্ট্রাটেজি গেমের মজাইতো এটা। আপনি এধরনের গেম খেলতে অভ্যস্ত না হলে ঘুরে আসুন প্রাকটিস সেশণ। সেখানে প্রতিটি ক্যাম্পেইন সম্পর্কে খুটিনাটি জানিয়ে দেয়া হবে আপনাকে।

গেমটিতে মাল্টিপ্লেয়ার অপশনেও আছে বেশ কিছু পরিবর্তন। চাইলে আপনার সংগীদের সাথেই যুদ্ধে জড়াতে পারেন। একইসাথে সাতজন প্লেয়ারের বিরুদ্ধে একা লড়ার মজাই অন্যরকম।

তবে গেমটির রিয়েলস্ট্রিক ইফেক্টগুলো দেখতে চাইলে আপনার প্রয়োজন হবে লেটেষ্ট কোন গ্রাফিক্স কার্ড। আর গেম সেভ করে খেলার জন্য একটু বড়সড় হার্ডডিস্ক। ব্যস এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই গেম খেলা কোন ব্যাপারই মনে হবে না আপনার কাছে।

আরাফাতুল ইসলাম